বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ বেতার দেশের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ জাতীয় গণমাধ্যম। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে (বর্তমান শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজ) একটি পাঁচ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে তৎকালীন “ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র” নামে ভারতীয় উপমহাদেশের এই ভূখন্ডে প্রথম সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। কালের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সেই “ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র” পরবর্তীতে অল ইন্ডিয়া রেডিও, রেডিও পাকিস্তান, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, রেডিও বাংলাদেশ এবং সবশেষে ১৯৯৬ সাল থেকে “বাংলাদেশ বেতার” নামে পরিচিত যা দেশের সর্ববৃহৎ ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম।

বাংলাদেশ বেতার ঐতিহাসিক বহু ভূমিকা পালন করে ইতিহাসে নিজেকে এক অনন্য স্থানে আসীন করেছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি ভূমিকার মধ্যে প্রথমটি হলো- পাকিস্তান সরকারের অধীনে থাকার পরেও ১৯৭১ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রদান করা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ এর ঐতিহাসিক ভাষণ সম্প্রচারের অনুমতি দিতে পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করা এবং সফলভাবে সে ভাষণ প্রচার করা।

দ্বিতীয়টি হলো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন “স্বাধীন বাংলা বেতার” নামকরণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে অনুষ্ঠান সম্প্রচার ও তার মাধ্যমে পাক বাহিনীর ভিত উপড়ে ফেলা। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য এ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সালে বাংলাদেশ বেতার রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা পদক স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হয়। এছাড়া তৃতীয় মেয়াদে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের কাভারেজ এলাকা:

বাংলাদেশ বেতারের ১৪ টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৮ টি বিশেষায়িত ইউনিট এর মধ্যে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র সবচেয়ে বড় কেন্দ্র এবং এর ১০০০ কিলোওয়াট উচ্চ ক্ষমতাসম্মপন্ন ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ঢাকা- ক ৬৯৩ কিলোহার্জ ফ্রিকোয়েন্সিতে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে বৃত্তাকারভাবে দেশের প্রায় পুরোটা অংশই এটি কাভার করে (নিচের ম্যাপ

দ্রষ্টব্য)। বাংলাদেশ বেতার ঢাকা তার ৩ টি এএম ফ্রিকোয়েন্সি যথা: ঢাকা-ক ৬৯৩ কিলোহার্জ (প্রধান চ্যানেল), ঢাকা-খ ৮১৯ কিলোহার্জ (২য় চ্যানেল) এবং ঢাকা-গ ১১৭০ কিলোহার্জ (বিকল্প চ্যানেল)। এছাড়াও ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের জন্য এফএম: ৯২ মেগাহার্জ, ১০০ মেগাহার্জ, ১০২ মেগাহার্জ, ১০৪ মেগাহার্জ ও ১০৬ মেগাহার্জে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আসছে।

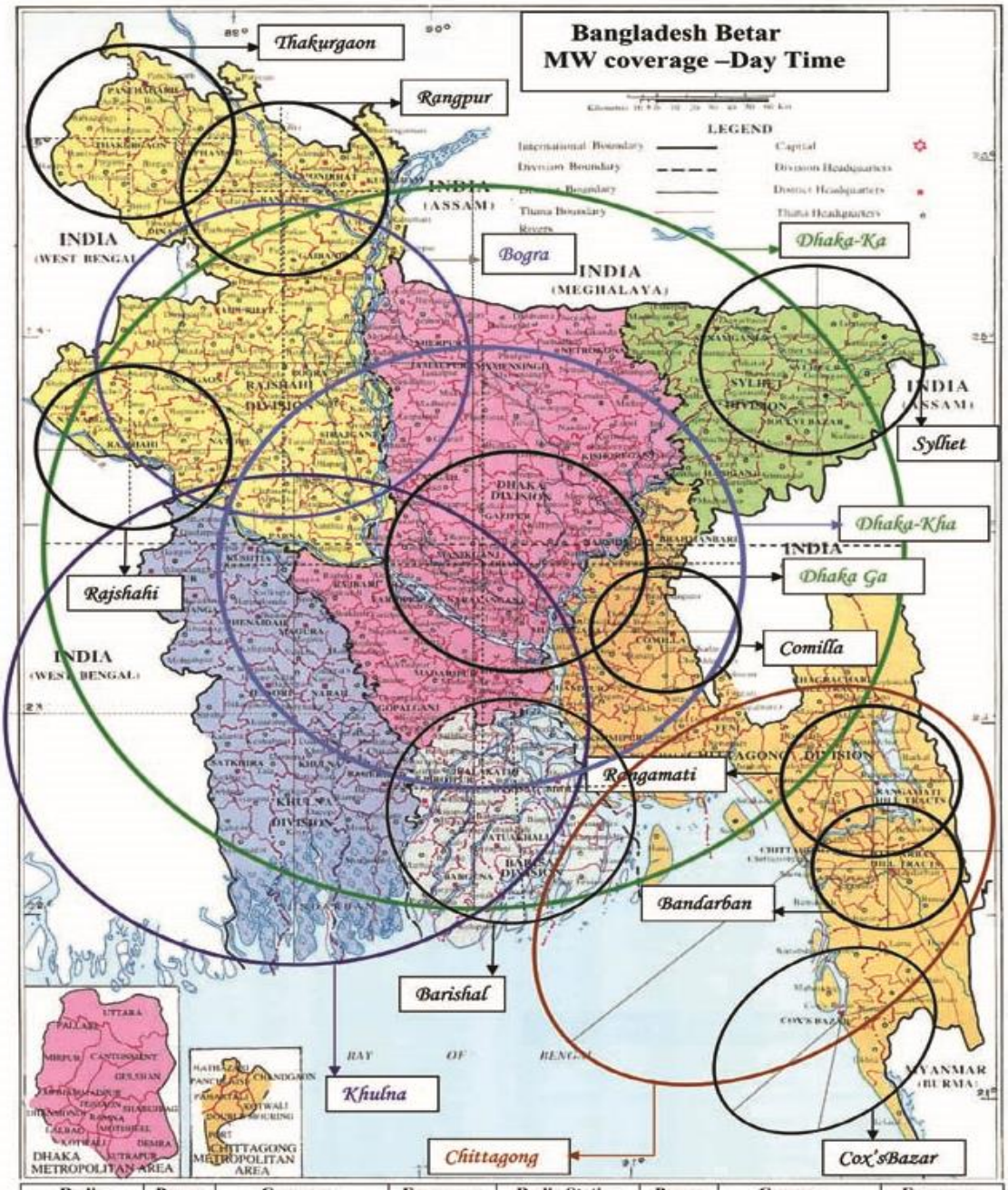

Radio Station	Power (KW)	Coverage (Radius)Km	Frequency (KHz)	Radio Station	Power (KW)	Coverage (Radius)Km	Frequency (KHz)
Dhaka-Ka	1000	230	693	Barisal	10	46	1287
Dhaka-Kha	100	140	630	Thakurgoan	10	55	999
Dhaka-Ga	20	70	1170	Rangpur	10	55	1053
Khulna	100	155	558	Comilla	10	40	1413
Chittagong	100	Gr.(100) Sea(170)	873	CoxesBazar	10	Gr.(47) Sea(80)	1314
Bogra	100	100	846	Bandarban	10	40	1431
Sylhet	20	60	963	Rangamati	10	48	1161
Rajshahi	10	52	1080	* Earth conductivity, σ = 3 ms/m (Land) & σ = 0.01 s/m (Sea)			

তথ্য ও বিনোদনে বাংলাদেশ বেতারঃ

পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক হিসেবে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারের নীতি, কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা, সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করাসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, বিভিন্ন জনমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পের সাফল্য এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানসমূহ হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনুষ্ঠান (বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, বজ্রকণ্ঠ, স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর অমর কথা), মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার, সংসদ কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুষ্ঠান (মননে মুক্তিযুদ্ধ, লক্ষ মুক্তিসেনা, বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাতকার), স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক (পুষ্টি কথা, আপনার স্বাস্থ্য, রোগ জিজ্ঞাসা, আমি মীনা বলছি, নারীর কথা), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগ (নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচী, ডিজিটাল বাংলাদেশ), সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি)

খেলাধূলা বিষয়ক অনুষ্ঠান (ক্রীড়াঙ্গন, ক্রীড়া পর্যালোচনা), উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান (অগ্রযাত্রা, মেগা প্রজেক্ট সমূহের উন্নয়ন, উন্নয়নবার্তা), শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান (ঘরে বসে শিখি, শিক্ষার্থীদের আসর, লেট আস স্পিক ইংলিশ)

ইতিহাস, ঐতিহ্য বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান “দর্পণ”, ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান “মহানগর”, সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান “উত্তরণ” ফোন ইন অনুষ্ঠান: ডিজিটাল বাংলাদেশ, রোগ জিজ্ঞাসা, পুষ্টি কথা, ইসলাম ও জীবন, জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের করণীয় বিষয়ক অনুষ্ঠান “ধরিত্রী কথা” নারী উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান “নারীকণ্ঠ”

এছাড়াও বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ঐতিহাসিক দিবস, মাস ও বছরসমূহ যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বসহকারে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচারের মাধ্যমে উদযাপন করে আসছে। যেমন জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ "মুজিব বর্ষের" অনুষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপনের পাশাপাশি বাংলাদেশ বেতার ঢাকা বছরব্যাপী মুজিবর্ষের বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানসমূহ হলো, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ (এতে ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম, চিন্তা, প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দর্শন, জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ), মহানায়কের কাব্যগাথা (ফোন ইন): (৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা, বিশ্ব নেতৃত্বের সাথে বঙ্গবন্ধুর দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, স্নায়ুযুদ্ধ নিরসনে বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ, বিভিন্ন পরাশক্তি ও আঞ্চলিক সংস্থায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক), বজ্রকণ্ঠ (বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী সব ভাষণ নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান), স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর অমর কথা (জাতির পিতার লেখা গ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ এর অনুষ্ঠান), কবিতায় বঙ্গবন্ধু, আমাদের বঙ্গবন্ধু।

একইসাথে দেশের বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণীপেশার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে বাংলাদেশ বেতার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানসমূহ হলো, গানের আসর, গানের ভুবন, পরানের গান, ওয়ার্ল্ড মিউজিক, বিনোদনমূলক এফএম সম্প্রচার, নাটক (সাপ্তাহিক নাটক, যাত্রা, নিশুতি নাটক, গল্প থেকে নাটক- রূপ রূপান্তর), গান (একক গান, কোরাস, গীতি নকশা, লাইভ, গানে গানে আড্ডা), স্পট, জিঙ্গোল, জীবন্তিকা, পিএসএ ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা:

যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র বিশেষ বিরতিহীন অধিবেশন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কেন্দ্রের রয়েছে প্রশিক্ষিত দুর্যোগ ব্যস্থাপনা টিম; যারা আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে দুর্যোগের সর্বশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে করণীয়, সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় অঞ্চলের সর্বশেষ পরিস্থিতি, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমের প্রস্তুতি সম্পর্কে উপদ্রুত অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক কর্মকতা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার সরাসরি/বাণীবদ্ধ করে সম্প্রচার, তাৎক্ষণিভাবে বিশেষ বুলেটিন, সতর্কবার্তা ও সংবাদ প্রচার করা হয়।

করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ বেতার ঢাকা:

২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী অতিমারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণে সরকারি গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র ফ্রন্টলাইনারের ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করে। দেশের আপামর জনসাধারণ যখন করোনা ভাইরাসের কারণে আতঙ্কগ্রস্ত, তখন বেতার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মহামারি মোকবেলায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে যোগাযোগপূর্বক চিকিৎসকদের সরাসরি অংশগ্রহণে ফোন ইন, আলোচনা, ম্যাগাজিন, সাক্ষাতকার প্রচারের পাশাপাশি কথিকা, স্পট, নাটক, জিঙ্গেল, গান ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পড়াশোনার অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রাখে।

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের চ্যালেঞ্জ সমূহ:

বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ও নির্মাণ কৌশল প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ সমূহ হচ্ছেঃ পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, বহুমাত্রিক বিনোদন মাধ্যমের প্রসার, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব, রেডিও সেটের অপ্রতুলতা, এএম নেটওয়ার্কের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, স্টুডিও ব্যবস্থাপনা।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়:

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র অনুষ্ঠান নির্মাণ কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। উদ্ভুত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার নিরন্তর প্রয়াসে বাংলাদেশ বেতার যেসব কার্যক্রম সংযোজন করেছে, সেগুলো হলো নিউমিডিয়া, ই-মেইল, এসএমএস, ফেবুবক, ইউটিউব, মোবাইল অ্যাপস ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার।

উপসংহার:

শতবর্ষের পথে দৃপ্ত পথচলায় বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র ধাবিত হচ্ছে শত বছরের উন্নয়ন অভিযাত্রায়। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সেতু বন্ধনের কাজ করছে এ কেন্দ্র। আগামীতে গণমুখী, শ্রোতাবান্ধব এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বুকে ধারণ করে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম হিসেবে তার জাতীয় দায়িত্ব অব্যাহতভাবে পালন করে যাবে-দেশের আপমর জনগণকে যুক্ত রাখবে উন্নয়নের মূল শ্রোতধাবায়- এই আমাদের অঙ্গীকার।